এবার মক্কা-মদিনার মসজিদ পরিচালনা কমিটিতে ১০ নারী

নারীর ক্ষমতায়নে বিভিন্ন পদক্ষেপের অংশ হিসেবে এবার পবিত্র দুই মসজিদ মক্কা ও মদিনার পরিচালনা কমিটির ঊর্ধ্বতন পর্যায়ে ১০ জন নারীকে নিয়োগ দিল সৌদি আরব সরকার।

মক্কা-মদিনার মসজিদ পরিচালনা কর্তৃপক্ষ শনিবার এক বিবৃতি এ সিদ্ধান্তের কথা জানায়। খবর আরব নিউজের।

পরিচালনা কমিটির ঊর্ধ্বতন পর্যায়ে ১০ নারী নিয়োগের ব্যাপারে বিবৃতিতে বলা হয়েছে- “গুরুত্বপূর্ণ নেতৃত্বস্থানে নারীর ক্ষমতায়ন গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। উন্নয়ন এবং অর্থনীতিতে এর প্রভাব প্রতিফলিত হবে।”

সৌদি সরকার নিয়ন্ত্রিত সংবাদমাধ্যম এসপিএতে বলা হয়েছে, পবিত্র দুই মসজিদের কার্যক্রমে কমিটিতে নিয়োগ পাওয়া নারীদের অংশগ্রহণ থাকবে। সেসব কার্যক্রম নির্দেশিকা প্রণয়ন, নির্দেশ, প্রকৌশলী, প্রশাসনিক বা তদারকি পরিষেবা যাই হোক না কেন।

পবিত্র কাবা শরীফের কিং আব্দুল আজিজ কমপ্লেক্সের উপ-প্রধান আব্দুল হামিদ আল-মালিকি বলেন, গ্র্যান্ড মসজিদে আসা মানুষদের মধ্যে প্রায় অর্ধেকই নারী। তাই কমিটিতে নারী নেতৃত্ব থাকলে আরও ভালো মানের সেবা নিশ্চিত করা যাবে।

সূত্র- বিডি প্রতিদিন

বাংলাদেশ ভারত পাকিস্তান-কে কোথায় এগিয়ে, কোথায় পিছিয়ে?

১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট ভাগ হয়েছিল ভারত-পাকিস্তান। সেই দেশভাগেরও ২৪ বছর পর ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে বিজয় অর্জনের মাধ্যমে

বিশ্বের বুকে প্রতিষ্ঠিত হয় স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ। সেই দেশভাগের ৭ দশক পর এই তিনটি দেশ কেমন আছে? রাষ্ট্রীয়, অর্থনীতি এবং সামাজিক ক্ষেত্রে কতটা সমৃদ্ধি অর্জন করেছে এই তিন দেশ?

সেই পরিসংখ্যান নিয়েই এবারের আয়োজন। এই পরিসংখ্যানে প্রমাণ হয়, পাকিস্তানের চেয়ে প্রায় সবক্ষেত্রেই এগিয়ে আছে বাংলাদেশ। অনেক ক্ষেত্রে ভারতের থেকেও এগিয়ে। যদিও বাকি দুই দেশের চেয়ে অনেক পরে স্বাধীনতা পেয়েছে বাংলাদেশ।

মাথাপিছু জিডিপি: তিন দেশের মধ্যে মাথাপিছু জিডিপিতে শীর্ষে ভারত। তাদের জিপিপি ২১৬৯ ইউএস ডলার। এরপরই আছে বাংলাদেশ (১২৮৭.৮) এবং সবার শেষে পাকিস্তান (১১৮৫.৫)।

জিডিপি: এখানেও শীর্ষে আছে ভারত। তাদের জিডিপি ২.৯। এরপর আছে বাংলাদেশ (২০৯.৯৭) এবং পাকিস্তান (২৫৬.৭৩)।

গ্রস সেভিংস জিডিপি: এক্ষেত্রে শীর্ষ দেশটির নাম বাংলাদেশ (৩৩.৩%)। এরপর আছে ভারত (৩১.১%) এবং সবার শেষে পাকিস্তান (১৯.৩%)।

ব্যবসাবান্ধব পরিবেশ : সহজে ব্যবসা করার পরিবেশ এবং সুবিধার দিকে দিয়ে এই তিন দেশের মধ্যে শীর্ষে আছে ভারত। ১০০ মার্কের মাঝে তারা পেয়েছে ৭১.১। এরপর আছে পাকিস্তান (৬১.০) এবং এক্ষেত্রে সবার পেছনে পড়ে গেছে বাংলাদেশ (৪৫.১)।

দারিদ্রসীমার নিচে থাকা নাগরিক: এক্ষেত্রে তিন দেশের পরিস্থিতিতে খুব একটা বড় পার্থক্য নেই। তিন দেশেই অসংখ্য মানুষ দারিদ্রসীমার নিচে বসবাস করেন। যার মাঝে ভারতের ২১.৯%, বাংলাদেশ আর পাকিস্তানের সমান ২৪.৩% মানুষ আছেন।

শিশুমৃত্যুর হার: এক্ষেত্রে বাকি দুই দেশের চেয়ে বাংলাদেশের অবস্থা অনেক ভালো। ভারতে যেখানে প্রতি ১০০০ জনে ২৯.৯ এবং পাকিস্তানে ৫৭.২ জন শিশু মারা যায়, সেখানে বাংলাদেশ এই শিশুমৃত্যুর হার কমিয়ে এনেছে ২২.১ জনে।

শিশুদের জন্য নিরাপদ পরিবেশ : ৫-১৪ বছর বয়সী শিশুদের জন্য নিরাপদ পরিবেশের ক্ষেত্রেও বাংলাদেশ শীর্ষে। রেটিং ৪.১। ভারতের ৫.৭ এবং খুব খারাপ অবস্থায় থাকা পাকিস্তানের রেটিং ৯.৭।

প্রাথমিক শিক্ষা: শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করতে

রীতিমতো ছক্কা মেরে দিয়েছে বাংলাদেশ (১১৬.৫%)। এরপর আছে ভারত (১১২.৯%) এবং পাকিস্তান (৯৪.৩%)।

শিক্ষার হার: এক্ষেত্রে শীর্ষে আছে ভারত। সেখানে শিক্ষার হার ৭৪.৪%। সামান্য পিছিয়ে থাকা বাংলাদেশের শিক্ষার ৭৩.৯%। সবার শেষে থাকা পাকিস্তানের শিক্ষার হার ৫৯.১৩%।

জন্মহার : এই তিনটি দেশই জনবহুল এবং জনসংখ্যার ঘনত্ব অনেক বেশি। জন্মহার নিয়ন্ত্রণে ফার্স্ট প্রাইজ পেয়েছে বাংলাদেশ (২.০)। দ্বিতীয় স্থানে আছে ভারত (২.২) এবং তৃতীয় স্থানে পাকিস্তান (৩.৫)।

গড় আয়ু: এক্ষেত্রেও বাংলাদেশ শিরোপা অর্জন করেছে। এদেশের মানুষের গড় আয়ু ৭২.৩ বছর। ভারতে ৬৯.৪ এবং পাকিস্তানে ৬৭.১ বছর।

বায়ু দূষণ: বায়ু দূষণের সবচেয়ে ভয়াবহ অবস্থা ভারতে (৯০.৯)। শীতের মৌসুমে দেশটির রাজধানীসহ বেশ কয়েকটি শহর ধোঁয়াশায় ঢেকে যায়। দ্বিতীয় অবস্থানে বাংলাদেশ (৬০.৯)। এই ক্ষেত্রে পাকিস্তানের অবস্থা বাকি দুই দেশের চেয়ে ভালো (৫৮.৩)।

বিদ্যুৎতায়ন: বেশি সংখ্যক মানুষকে বিদ্যুতের আওতায় নিয়ে আসায় সবচেয়ে এগিয়ে ভারত (৯৫.২%)। দ্বিতীয় স্থানে আছে বাংলাদেশ (৮৫.২) এবং সবার শেষে পাকিস্তান (৭১.১)।

সামরিক ব্যয় : শীর্ষে আছে বাংলাদেশ (১.৪%)। দ্বিতীয় স্থানে ভারত (২.৪%) এবং পাকিস্তান ৪.০%। সূত্র : টাইমস অব ইন্ডিয়া

করোনা ভ্যাকসিন নিয়ে এবার আশার কথা শোনালো বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা

প্রাণঘাতী করোনাভাইরাসে নাকাল গোটা বিশ্ব। এই ভাইরাসের তাণ্ডবে ইতোমধ্যে বিধ্বস্ত বিশ্বের অধিকাংশ দেশ। সবচেয়ে শোচনীয় অবস্থা

আমেরিকা, ব্রাজিল, মেক্সিকো, ব্রিটেন, ইতালি, স্পেন ও ফ্রান্সের।

বিশ্বব্যাপী এখন পর্যন্ত (রবিবার সকাল সাড়ে ১০টা) করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছে ২ কোটি ১৬ লাখ ১৬ হাজার ৬২৮ জন। এর মধ্যে মৃত্যু হয়েছে ৭ লাখ ৬৮ হাজার ৯৮৪ জনের।

প্রাণঘাতী এই ভাইরাসের তাণ্ডবে যখন ধ্বংসযজ্ঞে পরিণত হয়েছে গোটা বিশ্ব, তখন আশার কথা শোনালো বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিউএইচও)। অন্তত ৯টি ভ্যাকসিন অনুমোদনের দৌড়ে আছে বলে জানিয়েছে ডব্লিউএইচও।

এদিকে, রাশিয়ার প্রথম কোভিড ভ্যাকসিন নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে সমালোচনা হলেও মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এর প্রশংসা করেছেন। আর ভ্যাকসিন উৎপাদনে ব্রিটিশ ওষুধ প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠান অ্যাস্ট্রা-জেনেকার সঙ্গে চুক্তি করেছে আর্জেন্টিনা ও মেক্সিকো। প্রতিষ্ঠানটির কাছ থেকে ভ্যাকসিন নেবে ইউরোপিয়ান কমিশনও। এছাড়া চীনের ভ্যাকসিনও রয়েছে সাফল্যের দোড়গোড়ায়।

করোনার টিকা নিয়ে শুরু থেকেই কাজ করছে চীন। দেশটির সিনোফার্মের ভ্যাকসিনের সাফল্য অনেক দূর এগিয়েছে। সম্প্রতি সৌদি আরবে তৃতীয় পর্যায়ের ট্রায়াল চালাচ্ছে প্রতিষ্ঠানটি।
আগস্টের শেষ সপ্তাহে রুশ ভ্যাকসিন দেশটির চিকিৎসক ও শিক্ষকদের প্রয়োগ করা হবে। তবে এ ভ্যাকসিন তড়িঘড়ি করে অনুমোদন দেয়ায় ৫২ শতাংশ চিকিৎসক ও স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ এটি নিতে প্রস্তুত নন বলে জানান। তিন হাজারেরও বেশি চিকিৎসক ও স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞের ওপর চালানো এক জরিপে শুক্রবার এ তথ্য উঠে এসেছে।

এদিকে, যুক্তরাষ্ট্রেও এ ভ্যাকসিন নিয়ে জোর সমালোচনা চলছে। যদিও মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প, রুশ ভ্যাকসিন নিয়ে তার আশার কথা শোনান।

নভেম্বর বা ডিসেম্বরের আগে যুক্তরাষ্ট্রে করোনাভাইরাসের ভ্যাকসিনের অনুমোদন পাওয়ার সম্ভাবনা নেই বলে জানিয়েছেন দেশটির ন্যাশনাল ইন্সটিটিউটস অব হেলথের প্রধান ফ্রান্সিস কলিন্স।

ব্রিটিশ প্রতিষ্ঠান অ্যাস্ট্রা-জেনেকা অক্সফোর্ডের সম্ভাব্য কোভিড-১৯ ভ্যাকসিন আর্জেন্টিনা ও মেক্সিকোয় উৎপাদনের উদ্যোগ নিয়েছে, যা লাতিন আমেরিকার বেশিরভাগ দেশগুলোর জন্য ব্যবহৃত হবে।

এদিকে, ভ্যাকসিনের ১০ কোটি ডোজ পাওয়ার জন্য অ্যাস্ট্রা-জেনেকার সঙ্গে চুক্তি করেছে ব্রাজিল। প্রতিষ্ঠানটির কাছ থেকে ৩০০ মিলিয়ন ডোজ ভ্যাকসিন নেবে ইউরোপিয়ান কমিশনও।

সূত্র- বিডি প্রতিদিন

রাশিয়ার করোনার টিকা নিয়ে ‘গুরুতর অনিয়মের’ অভিযোগ, পদত্যাগ স্বাস্থ্য কর্মকর্তার

রাশিয়ার তৈরি করোনার টিকা তৈরিতে চিকিৎসাবিজ্ঞানের নৈতিকতার ‘গুরুতর লঙ্ঘন’ হওয়ার অভিযোগ এনে দেশটির এক শীর্ষ চিকিৎসা কর্মকর্তা পদত্যাগ করেছেন। অধ্যাপক আলেক্সান্ডার চুচালিন দেশটির স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের নৈতিকতাবিষয়ক পরিষদ থেকে পদত্যাগ করেছেন। শুধু পদত্যাগ করেই ক্ষান্ত হননি শ্বাসতন্ত্রের এই চিকিৎসক, রাশিয়ার তৈরি‘স্পুটনিক ৫’ তৈরি নিয়েও গুরুতর সব অনিয়মের কথা বলেছেন। খবর বিজনেস টুডে ও টাইমস নাউ নিউজ ডট কমের।

রাশিয়ায় চিকিৎসাবিষয়ক যাবতীয় নীতি নির্ধারণ করে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে থাকা এই এথিকস কাউন্সিল বা নৈতিকতাবিষয়ক পরিষদ। সেই পরিষদের অন্যতম সদস্য ছিলেন চুচালিন।

রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন গত মঙ্গলবার বলেন, তাঁর দেশই প্রথম করোনার টিকা তৈরি করেছে। পুতিন করোনার টিকা সম্পর্কে বলেন, রাশিয়া যে টিকা তৈরি করেছে, তা স্থায়ী বা টেকসই প্রতিরোধী সক্ষমতা দেখাতে সক্ষম। বার্তা সংস্থা এএফপি জানায়, রাশিয়ায় মন্ত্রীদের সঙ্গে ভিডিও সম্মেলনে পুতিন টিকার তথ্য জানান। ওই ভিডিও সম্মেলন টেলিভিশনে সম্প্রচার করা হয়।

তবে রাশিয়ার দাবি করা এই টিকা নিয়ে পশ্চিমা বিশেষজ্ঞসহ অনেকেই সন্দেহ পোষণ করেন। একটি গ্রহণযোগ্য টিকা তৈরিতে যেসব ধাপ অতিক্রম করতে হয়, এর অনেক কিছুই করা হয়নি বলে সমালোচনা শুরু হয়।

যুক্তরাষ্ট্রের শীর্ষ সংক্রামক রোগ বিশেষজ্ঞ অ্যান্টনি ফাউসি রাশিয়ার টিকা কতটা নিরাপদ ও কার্যকর হতে পারে, তা নিয়ে সংশয় প্রকাশ করেন।

এবার রাশিয়ার ভেতর থেকেই অভিযোগ উঠল। অধ্যাপক আলেক্সান্ডার চুচালিন সুনির্দিষ্টভাবে টিকা তৈরিতে যুক্ত দুই বিশেষজ্ঞের নাম উল্লেখ করে সরাসরি তাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন। এই টিকা তৈরি করেছে মস্কোর গ্যামালিয়া রিসার্চ সেন্টার। এই সংস্থার পরিচালক আলেক্সান্ডার গিন্টসবার্গ এবং দেশের ভাইরোলজি বিশেষজ্ঞদের অন্যতম সের্গেই বরিসেভিচের নাম করে চুচালিন বলেছেন, এই দুই চিকিৎসক টিকা তৈরিতে তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে চিকিৎসাবিজ্ঞানের নিয়মনীতির তোয়াক্কা করেননি।

চুচালিন ওই দুই বিশেষজ্ঞের উদ্দেশে বলেন, ‘রুশ সরকারের সব নিয়মনীতি কি আপনারা মেনেছেন? আন্তর্জাতিক বিজ্ঞানী সম্প্রদায়ের মতামত নিয়েছেন? নেননি।’

চুচালিন বলেন, এটা ঠিকভাবে করা হয়নি। নৈতিকভাবে চিকিৎসাবিজ্ঞানের নীতি ভঙ্গ করা হয়েছে।

অধ্যাপক চুচালিন বলেন, ‘আমাদের কিছু বিজ্ঞানী যে অবস্থান নিয়েছেন এবং যেভাবে এই রেডিমেড টিকা নিয়ে দায়িত্বজ্ঞানহীনের মতো মন্তব্য করছেন, তাতে আমি হতাশ।’

পদত্যাগের কিছু আগে রাশিয়ার বিজ্ঞান সাময়িকী নওকা আই জিনে (স্যায়েন্স অ্যান্ড লাইফ) দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে চুচালিন বলেন, ‘কোনো টিকা বা ওষুধের বিষয়ে আমরা নৈতিকতার পর্যবেক্ষণ যারা করি, তারা প্রথমে দেখা চেষ্টা করি এটা মানুষের জন্য কতটা নিরাপদ। নিরাপত্তাই প্রথম বিচার্য বিষয়। এটা কেমন করে নির্ধারণ করা হবে। যেসব টিকা এখন তৈরি করা হয়েছে, সেগুলো তো মানুষের ওপর প্রয়োগ করা হয়নি। একটা মানুষ এটাতে কতটুকু নিতে পারবে, তা তো আমরা বলতে পারি না।’

নেইমার-এমবাপ্পে কখনও পিএসজি ছাড়বে না: আল-খেলাইফি

পর্তুগালের লিসবনে বুধবার নেইমার-এমবাপ্পের দুর্দান্ত পারফর্ম্যান্সে আতালান্তাকে ২-১ ব্যবধানে হারিয়ে ২৫ বছর পর চ্যাম্পিয়নস লিগের সেমিফাইনাল নিশ্চিত করেছে প্যারিস সেন্ট জার্মেই (পিএসজি)। সেই ম্যাচের পর পিএসজির মালিক নাসের আল-খেলাইফি জানিয়েছেন, এই দুই তারকা পার্ক দে প্রিন্সেসে তাদের ক্যারিয়ার শেষ করবেন।

আরএমসি স্পোর্টকে তিনি বলেন, ‘নেইমার এবং এমবাপ্পে বিশ্বের দুই সেরা খেলোয়াড়। নেইমার বিশ্বের সেরা তিন ফুটবলারদের একজন। সে ম্যাচ সেরা হয়েছে। সে সেরা সবসময়। সে এবং কিলিয়ান কখনও ক্লাব ছাড়বে না। তারা পিএসজিতে থাকবে। ’

পিএসজি এর আগে শেষবার চ্যাম্পিয়নস লিগের শেষ চারে ওঠেছিল ১৯৯৫ সালে। এবার দীর্ঘ সেই অপেক্ষার অবসান ঘটিয়ে ফরাসি জায়ান্টদের প্রথমবারের মতো শিরোপা জয়ের স্বপ্ন দেখাচ্ছেন নেইমার-এমবাপ্পে।

সূত্র- বিডি প্রতিদিন

উইলিয়ানের নতুন ঠিকানা আর্সেনাল

ব্রাজিলিয়ান উইঙ্গার উইলিয়ান চেলসির সঙ্গে সম্পর্কের ইতি টানার পর এবার আর্সেনালে পাড়ি জমালেন। শুক্রবার এক বিবৃতিতে বিষয়টি নিশ্চিত করেছে গানাররা।

ব্লুস’দের সঙ্গে চুক্তির মেয়াদ শেষে গত রবিবার স্টামফোর্ড ব্রিজ ছাড়ার বিষয়টি নিশ্চিত করেন উইলিয়ান। তবে এখনই লন্ডন ছাড়ছেন না তিনি। কারণ ৩ বছরের চুক্তিতে একই শহরের আরেক ক্লাব আর্সেনালে গেছেন ৩২ বছর বয়সী তারকা।

উইলিয়ানকে দলে ভিড়িয়ে উচ্ছ্বসিত আর্সেনাল কোচ মাইকেল আর্তেতা বলেন, ‘গত কয়েক মাস ধরে আমরা তাকে (উইলিয়ান) নজরে রেখেছিলাম। অ্যাটাকিং মিডফিল্ডার এবং উইঙ্গার পজিশনে শক্তি বৃদ্ধির পরিকল্পনা করেছি।

উইলিয়ান এমন একজন যে খেলোয়াড় যে দুই ভূমিকাতেই দারুণ, এমনকি সে তিন কিংবা চার পজিশনে খেলার সামর্থ্য রাখে। আমার মতে সে এমন এক খেলোয়াড় যে পার্থক্য গড়ে দিতে সক্ষম।’

সূত্র- বিডি প্রতিদিন

জাতীয় শোক দিবস আজ

আজ শোকাবহ ১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবস। বাঙালি জাতির শোকের দিন। ইতিহাসের কলঙ্কিত কালো দিন। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট রাতে সংঘটিত হয়েছিল এ কলঙ্কিত অধ্যায়। ৪৫ বছর আগে এ দিনে স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে হত্যা করেছিল ক্ষমতালোভী নরপিশাচ কুচক্রী মহল। বাঙালির মুক্তির মহানায়ক স্বাধীনতা সংগ্রাম শেষে যখন ক্ষত-বিক্ষত অবস্থা থেকে দেশটির পুনর্গঠন ও অর্থনৈতিক মুক্তি নিশ্চিত করতে চেয়েছিলেন তখনই ঘটানো হয় ইতিহাসের নির্মম এ ঘটনা। সেই নির্মম ঘটনার বর্ণনায় কবি রফিক আজাদ তার ‘এই সিঁড়ি’ কবিতায় লিখেছেন- ‘সিঁড়ি ভেঙে রক্ত নেমে গেছে-/ স্বপ্নের স্বদেশ ব্যেপে/ সবুজ শস্যের মাঠ বেয়ে/ অমল রক্তের ধারা ব’য়ে গেছে বঙ্গোপসাগরে॥’

সেদিন ঘাতকরা শুধু বঙ্গবন্ধুকেই হত্যা করেনি, তাদের হাতে একে একে প্রাণ হারিয়েছেন বঙ্গবন্ধুর সহধর্মিণী বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুননেছা মুজিব, বঙ্গবন্ধুর ছেলে শেখ কামাল, শেখ জামাল ও শিশু শেখ রাসেল, পুত্রবধূ সুলতানা কামাল ও রোজি জামাল। পৃথিবীর এ জঘন্যতম হত্যাকাণ্ড থেকে বাঁচতে পারেননি বঙ্গবন্ধুর অনুজ শেখ নাসের, ভগ্নিপতি আবদুর রব সেরনিয়াবাত, তার ছেলে আরিফ ও মেয়ে বেবি, সুকান্তবাবু, বঙ্গবন্ধুর ভাগ্নে যুবনেতা ও মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক শেখ ফজলুল হক মণি, তার অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রী আরজু মনি এবং আবদুল নাঈম খান রিন্টু ও কর্নেল জামিলসহ পরিবারের ১৬ সদস্য ও

জাতীয়তাবাদের অগ্রনায়কে পরিণত হন। ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ ঢাকার তৎকালীন রেসকোর্স ময়দানে লাখো জনতার উত্তাল সমুদ্রে বঙ্গবন্ধু বজ কণ্ঠে ঘোষণা করেন, ‘এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।’ এ ঘোষণায় উদ্দীপ্ত, উজ্জীবিত জাতি পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। ছিনিয়ে আনে দেশের স্বাধীনতা। বঙ্গবন্ধুর অমর কীর্তি এ স্বাধীন বাংলাদেশ।

বঙ্গবন্ধু নিহত হওয়ার পর গোটা বিশ্বে নেমে এসেছিল শোকের ছায়া। হত্যাকারীদের প্রতি ছড়িয়ে পড়েছিল ঘৃণা। পশ্চিম জার্মানির নেতা নোবেল পুরস্কার বিজয়ী উইলি ব্রানডিট বলেছিলেন, বাঙালিদের আর বিশ্বাস করা যায় না। যে বাঙালি শেখ মুজিবকে হত্যা করতে পারে তারা যে কোনো জঘন্য কাজ করতে পারে।

বঙ্গবন্ধুকে নির্মমভাবে হত্যা করার পর স্বাধীনতাবিরোধীরা এ দেশের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় পুনর্বাসিত হতে থাকে। তারা এ দেশের ইতিহাস থেকে বঙ্গবন্ধুর নাম মুছে ফেলতে নানা পাঁয়তারা করে। শাসকদের রোষানলে বঙ্গবন্ধুর নাম উচ্চারণও যেন নিষিদ্ধ হয়ে পড়েছিল। বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচার ঠেকাতে কুখ্যাত ‘ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ’ জারি করেছিল মোশতাক সরকার। দীর্ঘ ২১ বছর পর ১৯৯৬ সালে বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসীন হলে ‘ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ’ বাতিল করে বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচারের পথ উন্মুক্ত করা হয়। বিচার শুরু হয় ১৯৯৮ সালের ৮ নভেম্বর। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বাঙালি জাতির ললাটে যে কলঙ্কতিলক পরিয়ে দেয়া হয়েছিল, ৩৫ বছরেরও বেশি সময় পর ২০১০ সালের ২৭ জানুয়ারি সেই কলঙ্ক থেকে জাতির মুক্তি ঘটে। বঙ্গবন্ধু হত্যার চূড়ান্ত বিচারের রায় অনুযায়ী ওই দিন মধ্যরাতের পর পাঁচ খুনির ফাঁসি কার্যকর করা হয়। তবে বিভিন্ন দেশে পলাতক থাকায় আরও কয়েকজন খুনির সাজা এখনও কার্যকর করা যায়নি।

যুগান্তর রিপোর্ট

আইপিএলে সুযোগ পাননি, হতাশায় তরুণ ক্রিকেটারের আত্মহত্যা

আশা ছিল আইপিএলে ডাক পাবেন। অন্তত নেট বোলার হিসেবেও তাকে ডাকা হবে বলে ভেবেছিলেন। কিন্তু আইপিএলের দিন এগিয়ে এলেও কোনও দলে তার জায়গা হয়নি। ক্রমশ হতাশা গ্রাস করে তরুণ ক্রিকেটারকে। তারপরেই চূড়ান্ত পরিণতি। মুম্বাইয়ের অ্যাপার্টমেন্ট থেকে ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয় তরুণ ক্রিকেটার করণ তিওয়ারির।

প্রাথমিকভাবে পুলিশ মনে করছে অবসাদগ্রস্ত হয়েই আত্মহত্যা করেছেন করণ। তবে এখন পর্যন্ত কোনও সুইসাইড নোট উদ্ধার হয়নি। ২৭ বছর বয়সী ডানহাতি পেসার করণ ঘনিষ্ঠমহলে ভীষণ জনপ্রিয় ছিলেন। মুম্বাই ইন্ডিয়ান্সের নেটে ধারাবাহিকভাবে বোলিং করতেন তিনি।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, মুম্বাইয়ের মালাড অঞ্চলের কুরার এলাকায় মা ও ভাইয়ের সঙ্গে থাকতেন করণ। তবে কয়েকদিন আগেই রাজস্থানে এক বন্ধুকে ফোন করে আইপিএলে সুযোগ না পাওয়া নিয়ে নিজের হতাশার কথা জানিয়েছিলেন।

এরপরেই অবস্থা খারাপ দেখে রাজস্থানে করণের বোনকে গোটা ঘটনাটি জানায় সেই বন্ধু। সেখান থেকেই জানতে পারেন করণের মা। কিন্তু তখন সব শেষ।

গত সোমবার (১০ আগস্ট) রাত সাড়ে দশটায় নিজের ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দেন করণ। এরপর তার ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার হয়। জানা গেছে, বেশ কয়েক বছর ধরেই ভাল দলে সুযোগ খুঁজছিলেন করণ। কিন্তু মুম্বাইয়ের হয়ে পেশাদার ক্রিকেটে খেলার সুযোগ মেলেনি তার। ইতিমধ্যেই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

সূত্র- বিডি-প্রতিদিন

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

মার্কিন ওই ঠিকাদার ২০১৩ থেকে ২০১৬ সাল পর্যন্ত বৈরুতের বন্দরে লেবাননের নৌবাহিনীর জন্য স্থাপনা নির্মানের কাজ করেন।

তথনই তিনি ওই বিপুল পরিমাণ বিস্ফোরকের ব্যাপারে বন্দর কর্তৃপক্ষকে অভিহিত করেন বলে জানান। কিন্তু লেবানন কর্তৃপক্ষ এতে কর্ণপাত না করায় চরম মূল্য দিতে হয় তাদের।

গত মঙ্গলবার সন্ধ্যায় ভয়াবহ বিস্ফোরণে ২২০ জনেরও বেশি নিহত ও ছয় সহস্রাধিক মানুষ আহত হয়েছেন। এখন পর্যন্ত নিখোঁজ আছেন দেড় শতাধিক মানুষ। সূত্র-যুগান্তর